আমার দেশ

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ● ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭
২২ ভাদ্র ১৪১৪ ● ২২ শাবান ১৪২৮

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব

ড. এম. আজিজুর রহমান

জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণে উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। একসময় উচ্চশিক্ষা ছিল বিলাসিতা। শিল্প বিপ্লবের পর এবং বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার অবদান অনন্য। তাই গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এদেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা পরিপূরণ সম্ভব নয়। তাছাড়া স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন জ্যাম উচ্চশিক্ষা প্রসার ব্যাহত, অভিভাবকদের আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত এবং ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি করছে। এমন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্ররাজনীতিমুক্ত বলে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গুরুত্বপূর্ণ অবদান : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তার কয়েকটির ওপর নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম ১৫ কোটি লোকের এই জনবহুল দেশে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বিস্তারের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। আবার জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চশিক্ষার চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যেখানে কয়েকশ' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, সেখানে আজ পর্যন্ত মাত্র ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

২. এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় পাদপীঠ বলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখের উপরে, যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বেশি।

৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মহলের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচকদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে যাচ্ছে।

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীতে ছাত্র উপস্থিতি নিয়মিত এবং তারা সময়মত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যথাসময়ে ডিগ্রি অর্জন করে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় তারা কাঙ্ক্ষিত স্থান দখল করে নিচ্ছে। সর্বোপরি উচ্চশিক্ষিত যুবকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন টেলিকম ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় চাকরি অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

৫. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ও অস্থিরতা না থাকায় তাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলোর অপচয় ঘটে না।

৬. ছাত্ররাজনীতির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুপস্থিত। পশ্চিমা দেশের শিক্ষা পদ্ধতির মতো এখানে সেমিস্টার সিস্টেম থাকায় তাদের সবসময় শ্রেণী কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সময়মত কোর্স সম্পন্ন করতে হয়।

৭. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিক সংখ্যক ছাত্র আসে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল পরিবার থেকে, যাদের জনসাধারণ প্রদত্ত সরকারের রাজস্ব উপার্জনের টাকায় প্রায় বিনা বেতনে পড়ানো হয়। বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এসব পরিবারের ছাত্রগুলো কোচিং সেন্টারে ফি দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করে। দরিদ্র শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে না পারায় তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ থেকে অবিরত বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন ও উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটছে। পৃথিবীর সুউন্নত ও সুশিক্ষিত দেশে এ ধরনের সম্পদ ও মানবসম্পদের এরূপ অসম বণ্টনের কোনো নজির নেই, যেখানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর কোনো সুযোগ নেই, অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দরিদ্র প্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনসহ অতি সাশ্রয়ী খরচে পড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে। তাদের বৃত্তি প্রদান করে গড়ে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় একশ' কোটি টাকার অধিক অর্থ অর্ধসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে যোগান দিচ্ছে।

৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক বেতনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে সক্ষম হয়, যাদের অনেকেই বিদেশি ডিগ্রিধারী ও সরকারি চাকরিতে আগ্রহী নয়। সুযোগ্য শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রদানের ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। ফলে তাদের গবেষণার উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি জার্নালে তাদের গবেষণা ছাপা হচ্ছে। ছাত্ররা এসব গবেষণায় অংশগ্রহণ করছে। ফলে শিক্ষার মান বাড়ছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব সুযোগ্য শিক্ষক আছেন, তারা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি গাইড করে থাকেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন রকম আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে হলো আধুনিক ইন্টারনেট যুক্ত কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।

৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পড়ালেখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিদেশ যাওয়ার হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে, যার ফলে বাংলাদেশের শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সরকারি তহবিলের ওপর চাপ কমতে শুরু করেছে।

১০. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো দেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মডেল। আমাদের সংস্কৃতিতে এই ধারণাটি নতুন বলে বাংলাদেশে এই মডেলের গ্রহণযোগ্যতা পেতে কিছুটা সময় লাগছে। অদূর ভবিষ্যতে এই মডেলটি অন্যান্য দেশের মতো গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে কিছুদিন আগেও সমালোচকদের কটূক্তি লক্ষ্য করা গেছে এবং এ বিষয়টি আমাদের দেশে একটি নেতিবাচক সংস্কৃতির সূচনা করেছিল। ইদানীং এ নেতিবাচক সংস্কৃতির চর্চা ইতিবাচকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ সুনাম অর্জন করছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছাত্ররাজনীতির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুপস্থিত। পশ্চিমা দেশের শিক্ষা পদ্ধতির মতো এখানে সেমিস্টার সিস্টেম থাকায় তাদের সবসময় শ্রেণী কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সময়মত কোর্স সম্পন্ন করতে হয়।

১১. শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ চিরন্তন। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে দেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে শ্রেণী ও স্তরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়। সময় ও সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা এখন অনেকটাই আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক জগতে প্রায়োগিক এবং যুগোপযোগী নতুন নতুন শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

১২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবপর্যায়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের গড়ে প্রায় অর্ধলাখ টাকা বেতন দিচ্ছে। যার ফলে অনেক শিক্ষকই অর্থ উপার্জনে বিদেশ গমনের চিন্তা করছেন না। এমনকি অনেকেই সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিচ্ছেন। এ ধরনের শিক্ষকদের বেশিরভাগ শিক্ষক বিদেশের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে এসেছেন।

১৩. আমেরিকাসহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মানসম্পন্ন, খরচবহুল ও মূল্যবান গবেষণা এবং গবেষক তৈরির প্রধান উৎস হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ যে কোনো দেশেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার গবেষণার কাজে খুবই সীমিত বাজেট দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বেশিরভাগ নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ও গবেষক তৈরি হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৪. মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন :
- স্বনির্ভর পাঠদক্ষতা
- গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা
- লেখার দক্ষতা
- বিজ্ঞানমনস্কতা
- নিয়মিত পাঠাভ্যাস।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকরা নিবেদিত। তাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Continuous Evaluation চালু আছে বলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়। আগেই বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পেশাগত বিষয়ে এবং কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানকে অবজ্ঞা না করে উৎসাহ প্রদান করলে ব্যক্তি ও জাতি উপকৃত হবে।

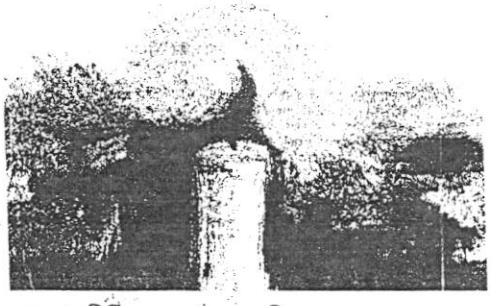

সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে রাজনীতিমুক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞাননির্ভর সমাজ নির্মাণ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করছে। তাই এগুলোর গুরুত্ব খাটো করে দেখার উপায় নেই।

লেখক : উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়